ভ্যাম্পায়ার

রণেন ঘোষ

সম্পাদনা : সন্তু বাগ

প্রতিশ্রুতি

প্রতিশ্রুতি ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

যৌথ প্রয়াস

সূচিপত্র

অদৃশ্য সেই ভয়াল দাঁত † ১২
রক্ত জমানো সত্য † ১৫
ভ্যাম্পায়ার আজও আছে † ১৯
নিরপরাধ ভ্যাম্পায়ার † ২৬
হেদাম-এর ভ্যাম্পায়ার এবং আনর্স্ড পাণ্ডলি † ৩৪
ট্রপিক্যাল ভ্যাম্পায়ার † ৩৯
ড. হার্টমানের ভয়াল অভিজ্ঞতা † ৪২
মিডিয়াম এবং ভ্যাম্পায়ার † ৪৯
দি কাউন্টেস বাথোরি বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণিত রক্তপিশাচী † ৫৩
ভ্যাম্পায়ার : জন্ম মৃত্যু কথা † ৫৪
জন জর্জ হাই † ৫৮
বর্তমান যুগেও ভ্যাম্পায়ার † ৬০
ড্রাকুলা † ৬২
কে এই ব্রাম স্টোকার † ৬৭
পিশাচ † ৭১
ভৈরবের টঙ্কার † ৭৯
ভ্যাম্পায়ারিজম : শোণিততৃষ্ণা † ৮৬
পিশাচী † ৯৩
ভ্যাম্পায়ার : যুক্তি তর্ক বুদ্ধি † ১০২
মরেও যারা মরে না † ১১০
অথ ড্রাকুল কাহিনি † ১১২
ড্রাকুলার অটোপ্সি † ১১৬
ড্রাকোর আহ্বান † ১২১

সূচিপত্র

রক্তলোলুপ ভ্যাম্পায়ার † ১৭০
কবরের আতঙ্ক † ১৮০
ভ্যাম্প্যায়ারের সাত পাঁচ † ১৯৩
হ্যানোভারের বিভীষিকা † ২০১
মোহপারনাসের পিশাচ † ২০৮
রক্তলোলুপ বাদুড় † ২১৫
চিকিৎসাশাস্ত্র ও ভ্যাম্পায়ার † ২১৭
কবরখানার রাজকুমারী † ২২৯
পিশাচের আখড়া † ২৪৩
শয়তানের দোসর † ২৪৮
ভ্যাম্পায়ারের সন্ধানে † ২৫৬
নরকের কীট † ২৭১
ভ্যাম্পায়ার আছে ভ্যাম্পায়ার নেই † ২৭৬
ভূত † ২৭৮
সহমর্মী † ২৯৪
জ্যান্ত মড়া † ২৯৯
ভারতীয় মননে ভূত প্রেতের খোঁজখবর † ৩৪৩
ভ্যাম্পায়ারের হালহকিকত † ৩৪৮
ভ্যাম্পায়ার অদ্বিতীয় † ৩৫৪
VAMPIRE † ৩৬৯
একদিন ঘটেছিল † ৩৮১
আরিঞ্চি † ৩৮৮
ড্রাকুলার প্রতিহিংসা † ৩৯৯

অদৃশ্য সেই ভয়াল দাঁত

১০ মে ১৯৫১ সাল। ম্যানিলায় রাতের বেলায় বেশ গরম। এক বিস্ময়কর নাটকের যবনিকা উঠল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

এক মৃগীরোগাক্রান্ত মেয়েকে ঘিরে জমে উঠেছে বিস্ময়! চিফ মেডিকেল অফিসার এলেন রাতের বেলায়। রেগে আগুন হলেন, পরীক্ষা করার পরও মৃগীরুগির জন্যে রাতের বেলায় ঘুম থেকে তুলে আনা ম্যানিলার মেয়র কিন্তু নির্বাক... একভাবে চেয়েছিলেন মেয়েটির দিকে ডান হাতের ওপরে পর পর কয়েকটা রক্তলাল বিন্দু, দাঁতের দাগ। অজ্ঞান অবস্থায় নিজেই কামড়েছে নাকি? নয়তো মানতে হয় মেয়েটির আজব গল্প... পুলিশের সেল-এর মধ্যেই দাঁত বসিয়ে দংশন করেছে অদৃশ্য এক দানবীয় শক্তি।

অবিশ্বাস্য... উদ্ভট... হাস্যকর!

না, আবার সেই রাতের বেলায় সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল থানার বড়বাবু। ভয়ার্ত চিৎকার করে মিনতি জানাল মেয়েটি... আবার দাঁত বসাচ্ছে সেই নরকের শয়তান...

পুলিশ কিন্তু ফিরেও তাকাল না নতুন দংশনজনিত আটটা দাগের দিকে। আবার ভয়ংকর আর্তনাদ করে উঠল সে... লোহার মোটা দরজা ভেদ করে আবার... আবার এসেছে সেই দানব! উঃ! ধারালো দাঁত বসাচ্ছে শরীরের মধ্যে... এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না পুলিশ... দরজা খুলে বাইরে বার করে নিয়ে এল ভয়ার্ত মেয়েটিকে।

সকলের চোখের সামনে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে মেয়েটির হাত আর কাঁধের ওপরে ফুটে উঠতে লাগল পরের পর রক্তমুখী বিন্দু, ধারালো দাঁতের দাগ, প্রতিটি দাঁতের দাগের চারপাশে হড়হড়ে লালার চিহ্ন!

আবার ছুটে এল সকলে...

এলেন মেয়র, পুলিশ প্রধান আর চিফ মেডিকেল অফিসার। মেয়েটির নিজেরই দাঁতের দাগ নয় তো? হাতের উপর নিজেই নিজের দাঁত বসাতে পারে। কিন্তু নিজের কাঁধ বা ঘাড়ে বসানো অসম্ভব! এ তো বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার!

ভ্যাম্পায়ার আজও আছে

১৯৫০ সাল। অকাল্ট রিভিয়ু পত্রিকার এক সত্য ঘটনার বিবরণে শিউরে উঠল গোটা আয়ারল্যান্ড। রক্তপিপাসু ভ্যাম্পায়ারের এক ভয়াল অভিযান। লেখক ছিলেন এক সাংবাদিক। সত্যনিষ্ঠায় অদ্বিতীয় আর এস ব্রিনি।

আয়ারল্যান্ড দেশটা ছোটো-বড়ো পাহাড়, টিলা আর উপত্যকায় ভরা। তার মাঝে এক ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। গ্রামবাসীদের জীবিকা চাষবাদ, আর রয়েছে মুরগি, শুয়োর, গোরুর খামার। গ্রামের প্রান্তে রয়েছে নুড়ি বিছনো উপত্যকা... পাশ দিয়ে এক ছোট্ট নদী তিরতির করে বয়ে চলেছে। উপত্যকার মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড সব মহীরুহ... পাতায় পাতায় রুক্ষ জমির বুকে সুনিগ্ধ ছায়ার ঘেরাটোপ। আর আছে মরশুমি ফুলের বাহার। ঋতুভেদে রঙের উল্লাস।

গ্রামের মেঠো পথ মন্থর গতিতে গিয়ে মিশেছে দূরের পিচঢালা বড়ো রাস্তায় যাওয়ার পথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক প্যারিস চার্চও। গ্রামবাসীদের ঈশ্বর আরাধনার একমাত্র স্থান। সকাল-সন্ধ্যায় উপাসনা চলে সেখানে। থেকে থেকে ঘন্টা বাজে মন্দ-মধুর সুরে। এই চার্চেই ব্রিনির সঙ্গে দেখা হল ফাদারের। এই গ্রামবাসীর সকলের উদ্যোগেই চার্চটি গড়ে উঠেছে। বয়স হলেও হৃদয়ের তারুণ্যে ফাদার গ্রামবাসীর সকলের গার্জেন। সুখে-দুঃখে ফাদারের বক্তব্যই শেষ কথা। এহেন ফাদারের সঙ্গে ব্রিনীর পরিচয় হয়। অন্যান্য সংবাদ আদান-প্রদানের সঙ্গে ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতার কথাও বলেন ফাদার।

বেশি দিনের কথা নয়। বোধহয় ছ-সাত বছর হবে। জনের বাবা পিটার এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। জনের বয়স তখন সাত। বিধবা মা আর জন ছাড়া আর কেউ নেই। পরিবারে রোজগেরে লোক না থাকলে যা হয়... অন্নের খোঁজে দিন কাটে। পাড়া প্রতিবেশীদের দানেই প্রধানত চলে। কিন্তু তারাও আর কত দান খয়রাত করবে? অগত্যা জনের মাকে কাজ নিতে হল শহরের নার্সিংহোমে।

সেখানকার কোয়ার্টারেই থাকেন মা। মাঝে মাঝে আসেন বাড়িতে। জন একাই থাকে বাড়িতে... একপাল গোরু আর শুয়োর চরাতে কেটে যায় সকাল বেলাটা। তারপর নিজের হাতে রান্না। খাওয়াদাওয়ার পরে চলে যায় নদীর ধারে। বসে

নিরপরাধ ভ্যাম্পায়ার

অষ্টাদশ শতাব্দীর পোল্যান্ড। তুষারাবৃত মালভূমি আর প্রকাণ্ড এক বিল নলখাগড়া আর জলজ ঘাসে পরিপূর্ণ।

দারুণ ঠান্ডায় হাঁসের দল নির্বিবাদে ঘুরে বেড়ায়। মেঘলা আকাশে সার সার উড়ে চলে দূরদূরান্তে। মনে হয় যেন উড়ন্ত মালার ঝাঁক। নলখাগড়ার কচি কচি ডালগুলো তুষারের ভারে জলের উপরে নুয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে নুয়ে পড়া ডালের উপর থেকে তুষার ঝরে পড়ে... পুনরায় আকাশ পানে মাথা তোলে কচি ডালগুলো।

মেঘলা আকাশে অপরাহ্নের ম্লান আলোয় কেমন যেন বিষণ্ণতার ছোঁয়া। দূরে গ্রামের পথে চিত্রার্পিতের মতো গাড়ি যায়... ঘূর্ণায়মান চাকার সঙ্গে রাশি রাশি তুষার ওড়ে।

আর অল্পক্ষণের মধ্যে আঁধার ঘন হয়ে নামবে পোল্যান্ডের গণ্ডগ্রামে। একদল ঘোড়সওয়ার সৈন্য চলেছে শহরের দিকে। দীর্ঘ লৌহশলাকায় বাঁধা রাজকীয় পতাকা হিমেল বাতাসে পতপত করে উড়ছে। দিনের আলো ক্রমেই অস্তাচলের দিকে।

দারুণ ঠান্ডা। সৈনিকদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস ধোঁয়ার মতো তুষারে পরিণত হয়ে হাওয়ায় ভাসছে। দুলকি চালে ঘোড়ার খুরে ঘুরে রাস্তায় জমাট বাঁধা তুষার স্তর মচমচ করে ভেঙে বিচিত্র ঐকতানের সৃষ্টি করছে। ঘোড়ার তপ্ত প্রশ্বাসেও হিমানীর প্রলেপ।

বাঁশ, কাঠ আর ছিটেবেড়ার ঘর নিয়ে ছোট্ট এক গ্রাম... বিলের পাশে ঠিক যেন শিল্পীর আঁকা পট একটি। গরিব চাষি-মজুরদের গ্রাম। প্রকাণ্ড বিলকে বাঁয়ে রেখে গ্রাম পেরিয়ে ঘোড়সওয়ার বাহিনী চলেছে আপন মনে।

এই গ্রামেরই এক প্রান্তে কুঁড়েঘরে মুমূর্ষু এক কিশোরী। ঘরের দৈন্যদশাই গৃহস্থের সামাজিক পরিবেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘরটা প্রায় বিলের জলের উপরেই বলা যায়... ফলে ঘরের ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। মা আর মেয়ে ছাড়া ওদের কেউ নেই। কয়েক মাস আগে ওর বাবার মৃত্যু হয়েছে

হৈদাম-এর ভ্যাম্পায়ার এবং আর্নল্ড পাওলি

হাঙ্গেরির ছোটো এক বিখ্যাত গ্রাম হৈদাম। হৈদাম হয়তো চিরদিনই হাজার হাজার অখ্যাত গ্রামের মতো লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যেত। কিন্তু পর পর কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটার পর দারুণ হইচই পড়ে গেল হৈদাম নিয়ে। একাধিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পদস্থ ব্যক্তিও অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন এই সব ভয়ংকর ঘটনার। এ ছাড়া অসংখ্য লোক তো সচক্ষে দেখেছেও।

১৭৯০ সালের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যা। বহুদিন গ্রামছাড়া এক সৈনিক সান্ধ্যভোজে গেল এক বন্ধুর বাড়িতে। খাবার ঠিক আগে অপরিচিত এক ভদ্রলোক এসে বসে পড়লেন ওদের সঙ্গে। সৈনিকটির মনে কোনো ভয়ের সঞ্চার হয়নি তখনও। কিন্তু অন্যান্য সকলের চোখেমুখে যে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল সেটা ওর নজর এড়াল না। ভদ্রতার খাতিরে সৈনিকটিও কিছু বলল না এ বিষয়ে।

কিন্তু পরের দিনই মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল সেই বন্ধুটিকে। সেই সঙ্গে অন্যান্য গ্রামবাসীরা অদ্ভুত এক কাহিনি শোনাল। সে রাতের অবাঞ্ছিত অতিথি আর কেউ নয়, বন্ধুর মৃত বাবা। বহুদিন আগে মারা গেছেন। প্রায় দশ বছর আগে। গ্রামের কবরখানাতেই কবর দেওয়া হয়েছিল।

কথাটা কিন্তু বিশ্বাস করল না সৈনিকটি। সেদিন রাতের অতিথি তো রক্তমাংসে গড়া নিটোল মানুষ ছিল! ভূত কি এমন দেখতে হয়? অবশ্য চেহারাটা কেমন যেন ফ্যাকাশে ছিল। আর বহুদিনের পুরোনো ভ্যাপসা গন্ধও ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। কিন্তু মাঠেঘাটে দিনরাত কাজ করা চাষিদের গায়ের গন্ধও এমনই লাগে অনেক সময়। তবুও কেন জানি না একের পর এক গ্রামবাসীর মুখে একই গল্প শুনতে শুনতে কেমন যেন দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল সে।

একদিন গল্পের ছলে ঘটনাটা বলে ফেলল ওরই কম্যান্ডিং অফিসার কাউন্ট ডি ক্যাড্রেয়াস-এর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার তদন্ত শুরু করলেন কম্যান্ডার। এলেন হৈদাম গ্রামে। প্রথমেই মৃত ব্যক্তির পরিবারের সকলকে জেরা করলেন। গ্রামের

গেল কফিন। এক সময়ে নিস্তেজ হয়ে মৃত্যু হল ভ্যাম্পায়ার আর্নল্ড পাওলির। বিপন্মুক্ত হল গ্রামবাসী। বিজ্ঞানের যুগে অবিশ্বাস্য হলেও এ সব ঘটনা কিন্তু একান্ত বাস্তব।

Mark of the Vampire সিনেমায় Bela Lugosi

ড. হার্টমানের ভয়াল অভিজ্ঞতা

ভ্যাম্পায়ার বা রক্তচোষা ভূত, প্রেত-পিশাচদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর প্রতিটি দেশে। মানবজন্মের এই সন্ধিক্ষণ থেকেই অলৌকিক অপ্রাকৃতিক ভয় বাসা বেঁধে রয়েছে মানুষের মনে। তবে দেশে দেশে এই বিশ্বাসের প্রকারভেদ ঘটেছে। দেশ বিদেশের রূপকথা উপকথা লোককথায় এই সব ভয়ংকর অপ্রাকৃতিক অবিশ্বাস্য নানান কাহিনি রয়েছে।

তবে ভ্যাম্পায়ার বা রক্তচোষাদের প্রায় একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশে। সামান্য খুঁটিনাটি প্রভেদ ছাড়া সব দেশের ভ্যাম্পায়ারদের চরিত্র এক এবং অভিন্ন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ভ্যাম্পায়ারদের অস্তিত্ব কি তাহলে শুধুমাত্র রূপকথা বা কিংবদন্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ? একেবারেই যে অস্তিত্ব নেই বাস্তবে তাও কি জোর দিয়ে বলা যাবে?

PREMATURE BURIAL

না, বলা উচিত হবে না। কতকগুলো সত্য ঘটনাকে তো অসম্ভব অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তবে এ কথা সত্যি যে যুগে যুগে রক্তপিপাসুদের আক্রমণের রকমফের ঘটেছে। বর্তমান যুগেও ভ্যাম্পায়ারসুলভ আচরণ দেখা গেছে এখানে সেখানে। বর্তমান যুগের কয়েকটি রোমহর্ষক কাহিনি শুরু করা যাক।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন ড. হার্টমান। সাইকিক রিসার্চ বা ভৌতিক গবেষকদের কাছে এখনও ড. হার্টমানের গবেষণা বিশেষ মূল্যবান। এই সব বিষয়ে গবেষণায় অদম্য উৎসাহ ছিল ওঁর এবং বেশ কয়েকটি বইও লিখেছিলেন এই বিষয়ে। বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'প্রিম্যাচিওর বেরিয়াল'। রক্তজমানো ভয়াবহ কতকগুলো কেস হিস্ট্রি রয়েছে এই ছোট্ট বইখানিতে।

কে এই ব্রাম স্টোকার?

ড্রাকুলা প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। ব্রাম স্টোকারের সেরা লেখা এই নভেলটি। উনি বেঁচে থাকতেই উপন্যাসটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বহু ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল। মৃত্যুর পরে নাটক লেখা হয় উপন্যাসটি নিয়ে এবং চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

ট্রানসিলভানিয়ান ভ্যাম্পায়ার ড্রাকুলা আজও রয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু তার স্রষ্টা ব্রাম স্টোকারের নাম অনেকে জানে না বললেই চলে—তাঁর বহু সাহিত্যকীর্তিও অবহেলিত। পাঠক সাধারণের অনেকেই জানেন না কী ধরনের সাহিত্যিক ছিলেন ব্রাম স্টোকার এবং কীভাবে কেরানি থেকে বিখ্যাত নাট্যকোম্পানির ম্যানেজার হয়েও সাহিত্য সৃষ্টি অব্যাহত রেখে মৃত্যুকে বরণ করেন। স্রেফ অতিরিক্ত ক্লান্তির দরুণ।

আইরিশ লেখক ব্রাম স্টোকারের বাবার নাম আব্রাহাম স্টোকার। সিভিল সার্ভিসের কেরানি ছিলেন। কাজ করতেন ডাবলিন কাল-এ।

১৮০৭ সালের ২৪ নভেম্বর, জর্জ বার্নার্ড শ-এর ন'বছর এবং অস্কার ওয়াইল্ডের জন্মের সাত বছর আগে, ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন আব্রাহাম জুনিয়র। আব্রাহাম নামটাই পরে সংক্ষেপিত হয়ে এসে দাঁড়ায় ব্রাম-এ। শ এবং ওয়াইল্ডও ডাবলিনে ভূমিষ্ঠ হয়ে ইংল্যান্ডের সমস্ত থিয়েটার মহলেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন ব্রাম স্টোকারের মতোই।

ছোটোবেলায় রুগ্ন ছিলেন ব্রাম, কৈশোরে লাজুক আর গ্রন্থকীট। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে (ট্রিনিটি কলেজ, ডাবলিন) বিশাল দেহ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন ব্রাম—আগ্রহী হন থিয়েটার সম্পর্কে। ছোটোবেলা থেকেই গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করতেন। বাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ছেলে যেন সিভিল সার্ভিসের চাকরি নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটিয়ে দেয়।

তাই ১৮০৭ সালে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে—বাবার সঙ্গে ডাবলিন ক্যাসল-এ রইলেন ব্রাম কেরানির চাকরি নিয়ে। এর মধ্যেই কিন্তু হেনরি আর্ভিন আর ওয়াল্ট হুইটম্যানের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল ব্রাম-এর। দু'জনেই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন

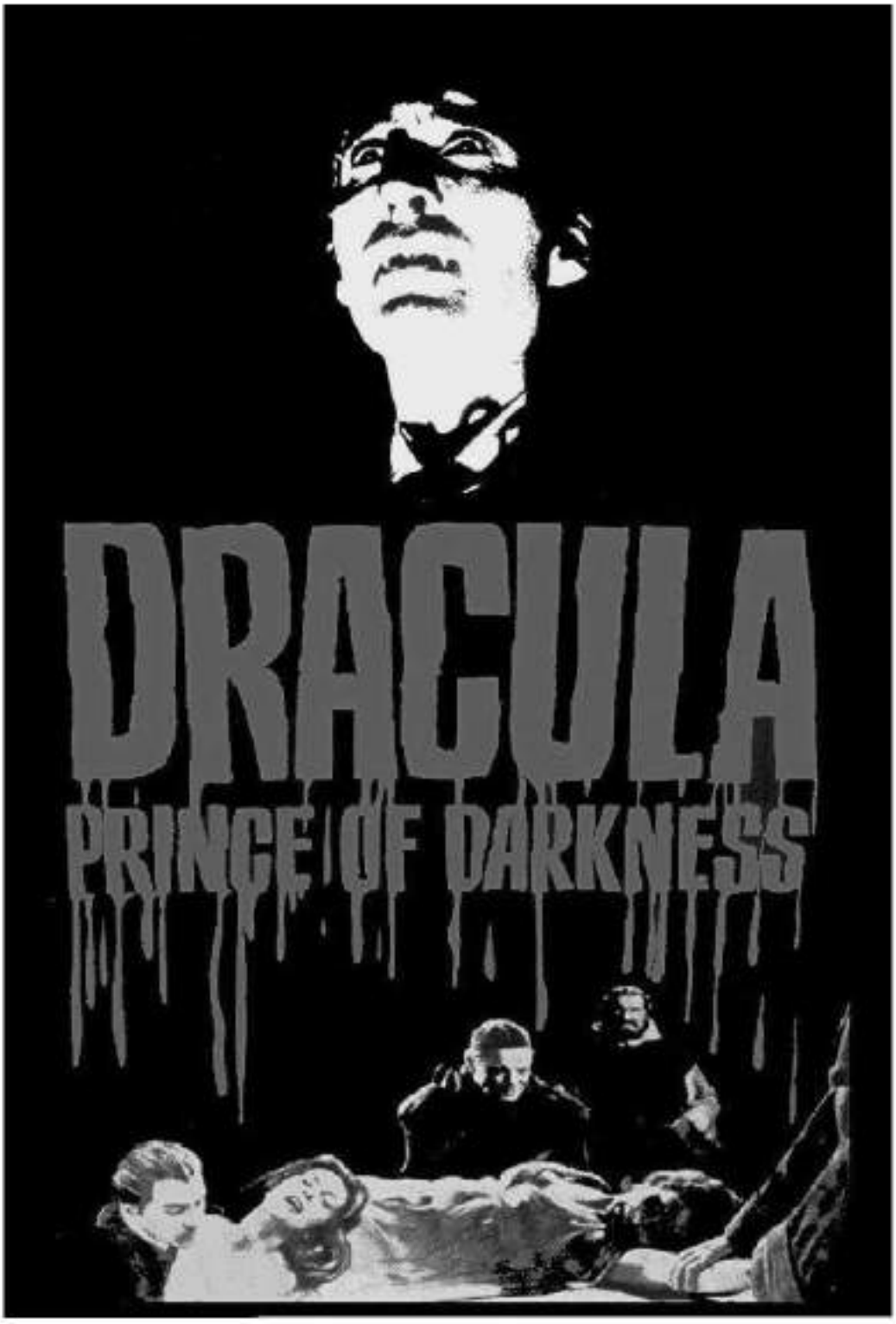
DRACULA
PRINCE OF DARKNESS

ড্রাকুলার প্রতিহিংসা

(Dracula—Prince of Darkness)

শুরুর আগে

কার্পেথিয়া! পাহাড়ঘেরা ছোটো-বড়ো টিলা আর নিবিড় অরণ্যঘেরা জনবসতি। পাহাড় উপত্যকা অরণ্যের বুক চিরে ঘোড়ার গাড়ি চলার এবড়ো খেবড়ো পথ কোথায় যে শেষ হয়েছে কে জানে? যুগে যুগে কার্পেথিয়ার নানান অলৌকিক কাহিনি পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর কোণে কোণে। বিশ্বাস করি বা না করি মনের অন্ধকার কোণে গোপনে কোথায় যেন এক আতঙ্ক শিকড় বিছিয়ে রেখেছে। আর সেই শিকড়ের টানেই কার্পেথিয়ার অপার্থিব অলৌকিক কাহিনি আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উষ্ণ রুধীর তৃষ্ণায় দিন পল দণ্ড গুণে চলেছে কোন যুগ ধরে কে জানে? কে মেটাবে রক্তের দেনা? কার উষ্ণ শোণিতে জেগে উঠবে রক্ত লোলুপ নিশাতঙ্ক? নব রূপান্তর ঘটবে ড্রাকুলার?

১

যাত্রা আরম্ভ

রাস্তা তো নয় যেন চাঁদের দেশ। ধুলো আর পাথরওঠা খানাখন্দে ভরা রাস্তা... রাস্তা তো নয় যেন সাক্ষাৎ প্রাণ হাতে নিয়ে চলা। আর একটু গেলেই যে ভালো রাস্তা পাওয়া যাবে সে আশাও দুরাশায় পরিণত হল। এত বন্ধুর এত দুর্গম যে, দুঃস্বপ্নও বুঝি হার মেনে যায়। এর মধ্যেই আবার দু-ধারে অরণ্য জমি দখলে মেতেছে। সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে উঠেছে রাস্তা। দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলো ক্রমেই বিশালাকার ধারণ করেছে। মাটির বুক চিরে, আকাশের বুক ফেঁড়ে উধাও হবার বাসনায় উদ্ধৃত। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল ক্রমক্ষীয়মান দিনের আলো। কালো বাদুড়ের ডানায় ভর করে আঁধার নামছে কার্পেথিয়ার অরণ্যানীর উপরে। বুক চাপা থমথমে ভাব।